A. শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের সুবিধা

(1) **মানুষের সমাজ প্রকৃতি ঃ** মানুষ সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং বেড়ে ওঠে। একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে সে যেমন নিজের ভালো চিন্তা করে তেমনি সমাজের কল্যাণের কথা ভাবে। এমনকি সমাজের উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিজীবনে অনেক কিছু ত্যাগ করে।

(2) **ব্যক্তির সামাজিকীকরণ ঃ** পরিবার, বিদ্যালয়, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী, এমনকি বৃহত্তর সমাজের কাছে ব্যক্তির সামাজিকীকরণ ঘটে। ফলে ব্যক্তি একজন আদর্শ সামাজিক মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। এসবই সম্ভব হয়ে থাকে শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের মাধ্যমে।

(3) **ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঃ** কেবলমাত্র সমাজ পরিবেশেই ব্যক্তির পরিপূর্ণভাবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। **জে. বি. বাল্ডইউন** (J. B. Baldwin) বলেছেন, "Personality cannot be expressed in any but social terms."

(4) **শান্তি, ন্যায় এবং নিরাপত্তা ঃ** আদর্শ সমাজ পরিবেশই শান্তি, ন্যায় এবং নিরাপত্তার পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। যা আদর্শ সমাজজীবনের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন। শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য এই কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

(5) **জনশিক্ষার ব্যবস্থা ঃ** শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য হল সমাজের প্রতিটি মানুষের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ, সমাজের সার্বিক কল্যাণই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য।

(6) **জাতীয় সংহতি ঃ** শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে সামাজিক কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আদানপ্রদান ঘটে, যা একটি সমাজকে যেমন সংঘবদ্ধ করে তেমনি একটি দেশের সংহতিকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করে তোলে।

B. শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের অসুবিধা

শিশুর সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের সুবিধা থাকলেও এর কিছু কিছু অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়, যথা—

(1) **একদিকের শিক্ষা ঃ** শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে নাগরিক গুণাবলি ও সামাজিক দক্ষতার বিকাশের ওপর কেবল গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, একদিকের শিক্ষার (One-side Education) কথা বলা হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীর অন্যান্য দিকগুলি অবহেলিত হয়েছে।

(2) **ব্যক্তির চাহিদা অবহেলিত ঃ** শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে ব্যক্তির চাহিদাকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ফলে ব্যক্তির সার্বিক বিকাশ কোনোদিন সম্ভব নয়।

(3) **শিশুর সৃজন ক্ষমতার বিকাশে বাধা ঃ** শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের ফলে শিশুর সৃজন ক্ষমতার বিকাশে সুযোগ থাকে না। অর্থাৎ, শিশুর সৃজন ক্ষমতা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(4) **আত্মপ্রকাশের পথ রুদ্ধ ঃ** শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে সমাজনির্ভর হওয়ায় শিশুর আত্মপ্রকাশের সুযোগ থাকে না। ফলে তাদের সার্বিক বিকাশ বিশেষভাবে ঘটে না।

(5) **শিল্প ও সাহিত্যের বিকাশে বাধা ঃ** ব্যক্তির বিকাশের মাধ্যমে শিল্প ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। কিন্তু শিক্ষার লক্ষ্য সমাজকেন্দ্রিক হওয়ায় শিল্প ও সাহিত্যের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(6) **সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঃ** শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য সমাজকেন্দ্রিক হওয়ায় শিশুর মধ্যে সংকীর্ণ মানসিকতা তৈরি হয়, যা তাদের মনে সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায়।

সুতরাং, আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের চরমভাবই তার অসুবিধার মূল কারণ। এখানে সমাজ ও রাষ্ট্রকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য স্থির হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে, একমাত্র সমাজকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য স্থির হলে ব্যক্তির যেমন ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে না, তেমনি সমাজ উন্নয়নও পরিপূর্ণতালাভ করবে না। তাই আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যে ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়েরই সমান গুরুত্ব প্রদান করা উচিত।